ইনফরমেটিক্স্

জানু-মার্চ/এপ্রিল-জুন ১৯৮৯ ১ম বর্ষ ২য়/৩য় সংখ্যা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় তথ্যায়নের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) এবং ব্যান্সডক-এর যৌথ উদ্যোগে "প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় তথ্যায়নের ভূমিকা" — শীর্ষক দুদিন ব্যাপী এক জাতীয় সেমিনার গত ৭ ও ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৯ ব্যান্সডক সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা বিভাগের সচিব জনাব আহমেদ ফরিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম। উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত সমস্যা বিশ্ব মানব সমাজের সামনে এক বিরাট সমস্যা। সার্বিক তথ্য সম্বলিত আয়োজন ছাড়া এ ধরনের সমস্যা সমাধানের সঠিক কোন পন্থা উদ্ভাবন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডঃ সৈয়দ মাইনুদ্দিন হোসেন। অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর এম. শমসের আলী, ডঃ এ, কে, এম, আহসান উল্লাহ এবং বেলিডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার। সেমিনারে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি সহ দুশরও অধিক পেশাজীবী উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব এম, এ, মুজিব চৌধুরী। সেমিনারে দুর্যোগ মোকাবেলায় তথ্যায়নের ভূমিকার উপর ১০টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এতে বলা হয়, ঘুর্নিঝড়, বন্যা ও ভূমিকম্প পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং সার্বিক তথ্যায়ন ব্যতীত এ সবের মোকাবেলা সম্ভব নয়। সেমিনারে নিম্ন বর্ণিত ৮টি প্রস্তাব / সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সুপারিশমালা ঃ

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত গবেষণা ও জ্ঞানের জন্য দেশে একটি জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যা একটি কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার (Data base) হিসাবে কাজ করবে।

২। প্রস্তাবিত জাতীয় বিজ্ঞান ও তথ্যনীতিতে তথ্য পদ্ধতির যে তিনটি স্তর (three tirs) বিন্যস্ত হয়েছে এর ২য় স্তরের ৪টি উপ-বিভাগের (Sub-group) সংগে "প্রাকৃতিক দুর্যোগ" (Natural Disaster) বিষয়টি ৫ম উপ-বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত যে গবেষণা অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্ত গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তথ্য ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথ্য সংক্রান্ত একটি নেট-ওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।

৪। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের মান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য গ্রন্থাগারিকতা পেশাকে ক্যাডারভুক্ত করণ এবং বি. সি. এস. পরীক্ষায় "গ্রন্থাগার ও তথ্য-বিজ্ঞান" বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫। জাতীয় পর্যায়ে যে সব কমিটি গঠিত হয়, যেমন -জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ, জাতীয় দুর্যোগ পরিষদ ইত্যাদিতে গ্রন্থাগার ও তথ্য- বিজ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬। লাইবেরী ষ্টাণ্ডার্ড তথা পেশাগত ষ্টাণ্ডার্ড নির্ধারণের জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ে একটি সমন্বিত নীতি প্রনয়ন করতে হবে।

৭। পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধি ও আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশের গ্রন্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানীদের দেশী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বক্তব্য রাখছেন

৮। অবাধ তথ্য বিনিময় নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন তথা আন্তঃ তথ্য সহযোগিতার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ "গ্রন্থাগার ও তথ্য বিভাগ" প্রবর্তন করতে হবে এবং একই সাথে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার ও তথ্য-বিজ্ঞান বিভাগ চালু করতে হবে।

সেমিনারে সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় দুর্যোগ বিষয়ক একটি তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে মাননীয় সভাপতি একটি জাতীয় তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এর রূপরেখা প্রনয়নের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। সেমিনার উপলক্ষে একটি সুদৃশ্য স্মরনীকাও প্রকাশ করা হয়।

বেলিডের সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত

গত ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার মিলনায়তনে জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে বেলিডের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ হারুন-উর-রশিদ বিগত বৎসরের কার্যক্রমের বিবরণে বেলিডের স্বল্পকালীন সময়কে সার্থক ও উজ্জ্বল সময়কাল হিসেবে বর্ণনা করেন। সভায় জনাব এ, টি, এম, ওবায়েদ উল্লাহ বিগত অর্থ বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও আগামী বৎসরের বাজেট পেশ করেন। বেলিডের গঠনতন্ত্র সংশোধনী ও সংযোজনী কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল হাই ছামেনী গঠনতন্ত্রের ১৮টি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনা পর্যলোচনার পর সামান্য পরিবর্তন সহ দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী সদস্যের ভোটে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। সর্বশেষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন পরিচালনা করেন জনাব মোশাররফ হোসেন। ১৯৮৯ ও ৯০ সময়কালের জন্য নির্বাচিত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট এ নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা হলেন ঃ সর্বজনাব খ. ম. আব্দুল আউয়াল (চেয়ারম্যান), মো ঃ হারুণ-উর-রশিদ (ভাইস চেয়ারম্যান), মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ (ভাইস চেয়ারম্যান), মো ঃ আবু সাঈদ (ভাইস চেয়ারম্যান), এস, এম, শামসুজ্জামান (মহাসচিব), নিখিল চন্দ্র সরকার (যুগ্ম মহাসচিব), মোঃ মনিরুজ্জামান (অর্থ সচিব), মোঃ নজরুল ইসলাম (সংস্থাপন সচিব), মোঃ আব্দুল হাই ছামেনী (গবেষণা ও উন্নয়ন সচিব), মোঃ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী (প্রকাশনা ও জনসংযোগ সচিব), মোঃ আব্দুস সাত্তার (পদাধিকার বলে সদস্য), মির্জা মোঃ রেজাউল ইসলাম (সদস্য), দিলীপ কুমার ভদ্র (সদস্য), এস, এম, ইফতেখার উদ্দিন (সদস্য), মোঃ আতাউর রহমান (সদস্য), মিস শামীমা আখতার (সদস্য), মোঃ নাজিম উদ্দিন (সদস্য)।

নতুন সংগঠন 'এইমস'

জানুয়ারী ১৬–ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৮৯ ইং তারিখে গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থাপনায় মিনি/মাইক্রো–সি. ডি. এস. / আই. এস. আই. এস. এর ব্যবহার ও প্রয়োগ শীর্ষক আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে ১৪ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী একটি নতুন সংগঠনের জন্ম দেয়। বিগত মার্চ ৬, ১৯৮৯ ইং প্রশিক্ষণার্থীদের ৪র্থ সভার সিদ্ধান্তক্রমে এর নামকরণ করা হয় ইংরেজীতে 'Automated Information Management Society' সংক্ষেপে AIMS। মোঃ ইমরাত হোসেনকে আহ্বায়ক, মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার চোধুরীকে যুগ্ম আহ্বায়ক, মোঃ ফরিদ হোসেন মিয়া, মিসেস নিলুফা আক্তার, ও মোঃ মফিজুল ইসলামকে সদস্য করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। দেশের গ্রন্থাগারগুলোতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে জনপ্রিয়করণ, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন বিষয়ের ডাটাবেজ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখা ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনে এইমস প্রচেষ্টা চালাবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

সার্ক দেশসমূহের গ্রন্থাগার সফর

সার্কভুক্ত দেশসমূহের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে বেলিডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হারুণ–উর–রশিদ গত ১৮ই এপ্রিল থেকে ২৬শে মে ভারত, পাকিস্তান ও মালদ্বীপ সফর করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ইতিপূর্বে একই উদ্দেশ্যে নেপাল ও ভূটান সফর করেছেন। সফরকালে রেডিও পাকিস্তান তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহনকরে।

ল্যাবের অভিষেক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) এর নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অভিষেক গত ৩১শে মার্চ ১৯৮৯ ইং তারিখে বি. এ. আর. সি. মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব নূর মোহাম্মদ খান। সমিতির বিদায়ী সভাপতি জনাব যাকিউদ্দিন আহমেদ পরিষদের নতুন সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোঃ শামসুল ইসলাম খান ও সভাপতি সুলতান উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে নবনির্বাচিত সভাপতি গ্রন্থাগার পেশার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে তা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আবেদন রাখেন।

আধুনিক বিবলিওগ্রাফী ও ক্যাটালগিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ

গত ২৬ নভেঃ – ৮ ডিসেঃ '৮৮ বেলিডের সক্রিয় সহযোগিতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ এবং ব্যান্সডক যৌথভাবে " আধুনিক বিবলিওগ্রাফী ও ক্যাটালগিং" শীর্ষক দু সপ্তাহের এক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। কোর্সের উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের সচিব জনাব আহমেদ ফরিদ। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ২৪ জন পেশাজীবি এ প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক গ্রন্থাগারিক ডঃ মোফাখখার হোসেন খান কোর্সের প্রধান সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনজন অভিজ্ঞ পেশাজীবির সহযোগিতায় ডঃ খান প্রশিক্ষনার্থীগণকে বিবলিওগ্রাফী ও ক্যাটালগিং এর আধুনিক পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। সমাপনী দিবসে প্রশিক্ষনার্থীগনের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর কাজী সালেহ আহমেদ।

গনউন্নয়ন গ্রন্থাগারের পাঠচক্র

গনউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ থেকে প্রতিমাসে পাঠচক্রের আয়োজন করছে। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পাঠচক্রগুলো হচ্ছে (১) জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর "আমার দেশ আমার ভাষা" (২) হাসান শফির "ধর্ম ও ধর্মের রাজনীতি" (৩) হুমায়ন আহমেদের "আগুনের পরশমনি" (৪) কামাল সিদ্দিকীর বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র ঃ স্বরূপ ও সমাধান (৫) আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিনের "বিপন্ন পরিবেশত্ব" এবং (৬) আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাজেট ১৯৮৯ – ৯০। গনউন্নয়ন গ্রন্থাগারের যে কোন সদস্য পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করতে পারেন। পাঠাভ্যাস ও সচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ।

ইনফরমেটিক্স্ এর অগ্রযাত্রায় আমরা আনন্দিত

চেম্বারস টেইলার্স

২৩ এয়াকুব সুপার মার্কেট

২/বি এলিফেন্ট রোড

ঢাকা –১২০৫

(প্লেন মসজিদের বিপরীতে)

আধুনিক রুচিসম্মত সকল প্রকার পোষাক তৈরীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

(গ্রন্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানীদের জন্য বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা রয়েছে)

আন্তর্জাতিক সংবাদ

বার্সারী ভ্রমণ ১৯৯০

কমনওয়েলথ রিলেশনস ট্রাষ্ট উন্নয়নশীল দেশের জন্য বার্সারী ভ্রমন ১৯৯০ এর ঘোষনা দিয়েছে। ইতিপূর্বে যুক্তরাজ্যে যায়নি এমন ২৮ থেকে ৪০ বৎসররের মধ্যবর্তী বয়সের ইচ্ছুক প্রার্থী কমলা (COMLA) – র সংগঠন সদস্যদের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। তবে একটি দেশ হতে শুধুমাত্র একজনকেই সংগঠনটি মনোনয়ন দিতে পারবে। শিক্ষাগতযোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা, বর্তমানে কোথায় চাকুরী করছে। তারিখসহ পদের নাম, যে বিষয়ে পড়তে চায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অপেশাদার বিষয় হলে কারণ সহ বর্ণনা; পাঠ্যবিষয়ের একটি পরিকল্পনা, যুক্তরাজ্যে কার কার সাথে যোগাযোগ করতে এবং যে যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক, যুক্তরাজ্য সহ বিদেশে ভ্রমণের পূর্ণ বৃত্তান্ত, যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা, খাবার দাবারে কোন নিষেধ বা অরুচি আছে কিনা, যে উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট এ ব্যবস্থা করছে তা প্রার্থী কিভাবে বাস্তবায়ন করবে সে সবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা জীবনবৃত্তান্তে উল্লেখ করে সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৮৯ এর মধ্যে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্র পাঠাবার ঠিকানা ঃ Mr. John Allen, COMLA Regional Vice-President (Europe), C/O, Library Headaquarters, 44 St. Annes Crescent Lewes, East Sussex BN7 1SQ, England.

লিটার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আমেরিকান লাইব্রেরী এসেসিয়েশনের একটি বিভাগ 'লাইব্রেরী এণ্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি এসোসিয়েশন (LITA) –র একটি সম্মেলন অক্টোবর ২–৬, ১৯৮৮ তারিখে বোস্টোনে অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচদিনের এ সম্মেলনে ২,৩৩২ জন গ্রন্থাগারিক, বই বিক্রেতা এবং তথ্যবিশারদ অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'গ্রন্থাগারে নতুন তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার'। এছাড়াও তথ্যনীতি এবং অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনেতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কেও বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

এল. এ. এ'র নাম পরিবর্তন

লাইব্রেরী এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়া, আগামী সেপ্টেম্বর, ৩০ – অক্টোবর ৫, ১৯৯০ পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখবে। এর নতুন নামটি হবে 'অষ্ট্রেলিয়ান লাইব্রেরী এণ্ড ইনফরমেশন এসোসিয়েশন' (The Australian Library and Information Association)

ইফলার নির্বাচন

মানুষ ও নাগরিকের অধিকার ঘোষনার এবং ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইফলা আগষ্ট ১৯–২৬, ১৯৮৯ তারিখে প্যারিসে মিলিত হতে যাচ্ছে। এখানেই ইফলার দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৯১ সালের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের জন্য ইফলা ভারতের দিল্লী এবং স্পেনের বারসেলোনা শহরকে বিবেচনায় রেখেছে। ইফলার ইতিহাসে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বাইরে এর দ্বিবার্ষিক নির্বাচন এটাই প্রথম হবে।

কেনিয়ায় প্রথম তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ

কেনিয়ার এলভোরেটে অবস্থিত ময় বিশ্ববিদ্যালয় (Moi University) নভেম্বর ১৯৮৮ হতে তথ্য বিজ্ঞান অনুষদ চালু করে। কেনিয়ায় তথ্য বিজ্ঞানের এ প্রথম পাঠক্রমে ৪৯ জন ছাত্র ভর্তি হয়। এ পাঠক্রমের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি 'BSCI' ডিগ্রী প্রদান করবে।

চিন্তার জন্য খাদ্য

যুক্তরাষ্ট্রের মিলওয়াকী গণগ্রন্থাগার (Milwaukee Public Library) ডিসেম্বরের একটি দিনে দরিদ্র পাঠককে খাওয়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দরিদ্র পাঠক ঐ দিনে বই ফেরৎ দেবার জন্য গ্রন্থাগারে এলে তাকে টিনজাত খাদ্য ও অন্যান্য ভাল ভাল খাবার দেয়া হয়। এর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শাখা গ্রন্থাগার ও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সকলেই 'চিন্তার জন্য খাদ্য' (Food for Thought) কর্মসূচীটি পালন করে।

ইনফরমেটিক্‌স্ ও এর ব্যবহার

মোঃ আবু সাঈদ

(পূর্বে প্রকাশের পর)

যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে তথ্য বিজ্ঞান ও তথ্য সম্পর্কিত বিষয়টি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলে। চলতি শতাব্দীর ষাটের দশকের মাঝামাঝিতেও রাশিয়াতে 'ডকুমেন্টেশন' কথাটি তেমন জনপ্রিয় ছিল না। তথ্য উৎপাদন, প্রনালীবদ্ধকরণ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করণের লক্ষ্যে ডকুমেন্ট শব্দটি তাদেরকে তেমনটি প্রভাবিত করতে পারেনি যতোটা পেরেছে যুক্তরাষ্ট্রে। রাশিয়াতে দলিল দস্তাবেজে অন্তর্নিহিত তথ্যের গুরুত্বের উপর অধিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাদের এ আকর্ষনই 'মিখাইল', চেরণী ও গিলিয়ারভসকি কর্তৃক ১৯৬৬ সালে প্রথম 'ইনফরমেটিকস' (Informatics) নামে আত্মপ্রকাশ করে। এতে একটি ডকুমেন্টের বা দলিলের তথ্যের প্রকৃতি ও ক্রমোন্নতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা সমগ্র রাশিয়াতে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তথ্যায়নের বিষয়টি ভিন্ন নামে অথচ একই প্রকৃতির কার্যক্রমে, ব্যবহার ও অধ্যয়নের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ এবং ভারতেও ইনফরমেটিক্‌স্ শব্দটির এখনও বহুল প্রচলন ঘটেনি। বাংলাদেশ ডকুমেন্টেশন এবং তথ্যবিজ্ঞান এ দুটি কথাই অধিক প্রচলিত। তবে ভারতে এর গ্রহণযোগ্যতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আধুনিক বিশ্বে যান্ত্রিকীকরনের মাধ্যমে তথ্যায়নের বিষয়টি কম্পিউটার বিজ্ঞান, তথা তথ্য–উপাত্ত কম্পিউটারজাত করণের সাথে সম্পৃক্ত। এটিও ইনফরমেটিক্‌স্ এর একটি রূপ। এভাবে ইনফরমেটিক্‌স্ এর বিভিন্ন সংজ্ঞা দেয়া যায়। ইউনেসকো প্রেস এর একটি সংখ্যায় এভাবে বলা হয়েছে যে : " The totality of disciplins and technologies for the systematic treatment [Particulary by Computer] of data and information seen as the medium of knowledge with a view to its conservation in time and its communication in space" অর্থাৎ জ্ঞানের বাহক হিসাবে যথাযথ ও যথোচিত তথ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এবং মহাকাশের মাধ্যমে এর পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ধারাবাহিক, কৌশলগত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণই (বিশেষভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে) হচ্ছে 'ইনফরমেটিকস'। পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের আন্ত:দেশীয় ও আন্ত:টার্মিনাল যোগাযোগ বর্তমান বিশ্বে আর্থসামাজিক অবকাঠামো গঠন ও এর উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ইনফরমেটিক্‌স্–এর উপরোক্ত সংজ্ঞায় তেমনিভাবে কম্পিউটারজাত করণের মাধ্যমে তথ্যায়নের দ্বারা তথ্যের কার্যকরী ব্যবহারের দিকটিই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক কথায় একে কম্পিউটারজাত তথ্যায়নও বলা যেতে পারে।

সমসাময়িককালে সমাজ গঠনে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এতে অপরিহার্যভাবে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে ক্রমবর্ধিষ্ণু বৃহদায়তন তথ্য। যার উপাত্ত অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রগতিশীল সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষত: যে ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সেবাপ্রদান কার্যক্রম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং যা একই সাথে জাতিগত সম্পর্ক বজায় রাখে সে সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও উপাত্ত একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে বিবেচিত। প্রসঙ্গক্রমে " তথ্য" (information) ও উপাত্ত (data) সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে। "উপাত্ত হচ্ছে কোন ঘটনা বা ধারণার সুগঠিত প্রতিনিধি, এবং " তথ্য " হচ্ছে প্রচলিত জাতির মাধ্যমে উপাত্ত তৈরীর জন্য একটি অর্পিত দায়িত্ব যা ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে। সমাজের উচ্চস্তরে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য ও উপাত্ত কখনো কখনো বিভিন্ন

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ইনফরমেটিকস্
(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রে একই বিষয়ের উপর পার্থক্য সূচিত করে। তথ্যায়নের অভাবও এজন্য দায়ী।

এমতাবস্থায় চূড়ান্ত কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজন দেখা দেয় পুন:গবেষনা ও সংক্ষেপিত মূল তথ্যের যোগান। প্রাকৃতিক এবং মানবসম্পদের যথার্থ ব্যবহারের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন তথা কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, জনপ্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় দক্ষ উপাত্ত পরিচালনা ও ব্যাপক সুগঠিত তথ্যের চাহিদা। এ সকল ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত অন্যান্য জটিল বিষয়ের ব্যবহারিক উপাত্ত, তথ্য সমূহের ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণে বিশেষভাবে সাহায্য করে আসছে। ফলে ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি তথা আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত তথ্য ও উপাত্ত সমূহ যথাসময় যথাস্থানে ব্যবহারের জটিলতা এড়ানো সম্ভব হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে জটিলতা এড়াবার মাধ্যমে তথ্যায়ন প্রযুক্তির এ দিকটিও ইনফরমেটিক্স্ ব্যাখ্যা করে। (ক্রমশ)

[ভুলবশত ঃ এ প্রবন্ধের লেখকের নাম গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়নি বলে আমরা দু:খিত]

বেলিডের ইতিবৃত্ত
একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ
(পূর্বে প্রকাশের পর)

যদিও বেলিড তরুণদের নিয়েই যাত্রা শুরু করে। কিন্তু গ্রন্থাগারিকতা পেশার সকল পেশাজীবীদের আসবার সুযোগ সৃষ্টি করে পেশার উন্নয়নে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে বেলিড ইতিবাচক ভূমিকারই পরিচয় দিয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী সকলকেই বেলিডে অন্তর্ভুক্ত করে পেশার উন্নয়নে তাঁদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে পেশাগত উন্নতি তথা জাতীয় উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে বেলিড আজ উজ্জীবিত হয়েছে।

(বেলিড সম্পর্কে সুধী পাঠকবৃন্দকে বিস্তারিতভাবে জানানোর জন্য ইনফরমেটিক্স এর পরবর্তী সংখ্যায় বেলিডের ইতিহাস নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হবে।)

আমন্ত্রণ
বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) পেশা ও পেশাজীবীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বেলিডের একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে আমাদের কাজে অংশ গ্রহণের জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানান যাচ্ছে।

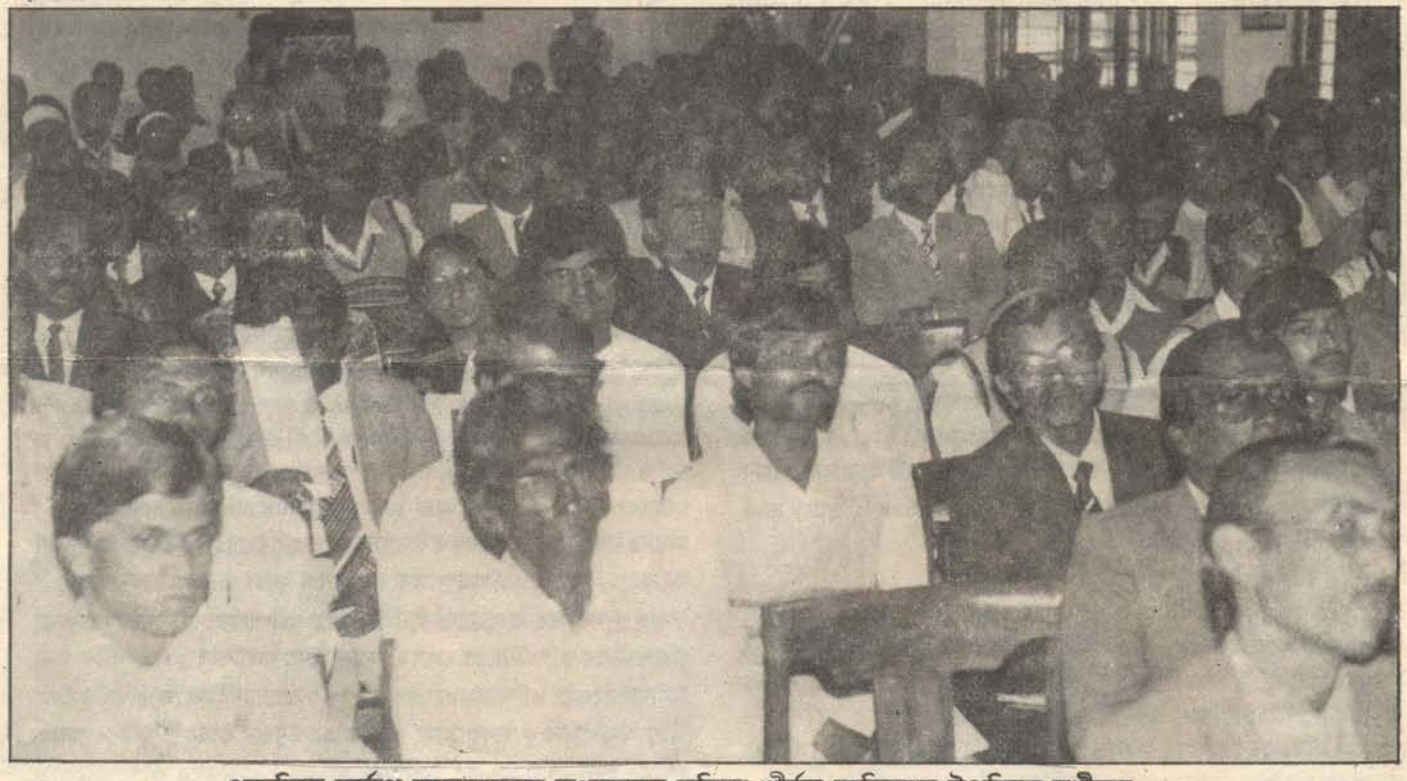

প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় তথ্যায়নের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত সুধীবৃন্দ

সকল প্রকার বই আমদানী ও বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্যারাগন এন্টারপ্রাইজ

১৩/৫, আউটার সার্কুলার রোড
রাজারবাগ, ঢাকা : ১২১৭
ফোন ঃ ৪০০৩৮০

বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে ব্যাতিক্রমধর্মী একটি সাময়িকী

সমালোচনা

ক্ষুদ্রাকারের সমালোচনা পড়ুন, সমালোচনা সংরক্ষণ করুন এবং সমালোচনার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ বইগুলির পরিচয় জেনে নিন।

সম্পাদকীয় যোগাযোগ ঃ
২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা -- ১২০৫।

Informatics ঃ ইনফরমেটিকস ঃ বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র। ২য় ও ৩য় সংখ্যা – জানু – মার্চ / এপ্রিল– জুন ১৯৮৯। বেলিড, প্রযত্নে : গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, বাড়ী নং : ৩৯, সড়ক নং ১৪/এ ধানমণ্ডি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রণ ঃ পি আই বি প্রেস, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ৩, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০।